দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ডাকসুতে কি সঠিক নির্বাচন হবে?

প্রকাশ : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

দীর্ঘ ২৭ বছর পর আবারও ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। এ নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার পাশাপাশি আছে নানা সন্দেহ-সংশয়ও। করা হচ্ছে নানা শর্তারোপ। প্রশ্ন হলো, নির্বাচনটি কি সঠিক নির্বাচন হবে? এ বিষয়ে টেলিফোন ও ই-মেইলে দেওয়া পাঠকদের মতামত আজ প্রকাশিত হলো

দীর্ঘ ২৭ বছর পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ মার্চ। আগের যেকোনো নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচন হতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে। ১৯৯০ সালের পরবর্তী গণতান্ত্রিক আমলগুলোয় আর ডাকসু নির্বাচন হয়নি বিভিন্ন কারণে। ডাকসুর মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের শক্তিশালী একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাকসুতে সরকারবিরোধী ছাত্রসংগঠন জয়ী হতে পারে—এই আশঙ্কা থেকে বিগত সরকারগুলো এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অর্থবহ কোনো উদ্যোগ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালের প্রশাসন। তা ছাড়া অন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েরও একই অবস্থাই বিরাজমান। তবে ডাকসু নির্বাচন সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে মন্তব্য করতে সংকোচ বোধ করছি।

সাবরিনা সুলতানা মিশু

ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকোনমিক্স, ঢাকা

ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ তথা ‘ডাকসু’ **নির্বাচন** সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার রক্ষার্থে ছাত্র সংসদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সুদীপ্ত বালা (অনন)

বিএসসি (ইইই), ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগ্রহ থাকলে শুধু হবে না, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে এটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, সব ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠন ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। আমরা আশা করব, ১১ মার্চে সত্যি সত্যি ছাত্রদের পছন্দের নেতৃত্ব ডাকসুতে অধিষ্ঠিত হবে।

অমিত বণিক

উত্তরা, ঢাকা

দীর্ঘ ২৭ বছর পর ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। তবে অনেকেই হলের ভেতরে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাদের দাবি মেনে নিয়ে হলের বাইরে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ না করার দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বের গৌরবময় ইতিহাস বিবেচনা করে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও সঠিক করতে হবে।

মোহাম্মদ শহীদউল্যা

হক ভিলা, মেরাদিয়া, ঢাকা

স্বাধীনতার আগে ও পরে ডাকসুর নেতৃত্ব ছিল অসাধারণ। কিন্তু গত তিন দশকে এ ডাকসু নির্বাচন হয়নি। এর ফলে দেশে কোনো ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন তাদের সক্রিয় নেতৃত্ব দিতে পারেনি দেশের কোনো অঙ্গনে। বাংলাদেশের ইতিহাসের ৪৭ বছরে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে মাত্র ৭ বার। এ তিন দশকে অনেক আন্দোলন, মিটিং ও মিছিল হয়েছে কিন্তু এতে কোনো সরকারই সাড়া দেয়নি। কিন্তু এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ডাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র সংগঠনের বাধাহীন তৎপরতায় নির্বাচন নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সব ছাত্র সংগঠনের সমঝোতামূলক অংশগ্রহণে অষ্টম ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে বলে আমরা আশাবাদী।

সাদিয়া সুলতানা মাহি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, স্বাধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার, অবৈধ এবং সামরিক সরকারগুলোর মূর্তিমান আতঙ্ক, জাতির বিবেকের মানমন্দির খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি বিগত দুই যুগের অধিক কাল ধরে বিভিন্ন কারণে একটু পিছিয়ে ছিল সত্য; তবে দমে যায়নি। স্বৈরাচারী সরকারসহ নিকট অতীতের সেনা সমর্থিত বিতর্কিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভিত কাঁপানোর প্রথম পদক্ষেপ কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই নিয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা মনে করি ১১ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে একদিকে

যেমন ছাত্র রাজনীতির বন্ধ্যাকরণ কাটবে তেমনি অন্যদিকে অবশ্যম্ভাবী সারাদেশে ছাত্ররাজনীতি পুনরায় প্রাণ ফিরে পাবে।

ভুঁইয়া কিসলু বেগমগঞ্জী

চৌমুহনী, হাজীপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

দীর্ঘ ২৭ বছর পর বহুল আলোচিত ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। এ নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ নানা সংশয়ও দেখা দিয়েছে। তবে আমাদের প্রত্যাশা ডাকসু নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

মো. খায়রুল ইসলাম (ফুল)

আরাপপুর, ঝিনাইদহ

প্রায় ২৭ বছর পর হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-এর নির্বাচন (ডাকসু)। ’৯০-এ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল। তারপর নানা কারণে ডাকসু নির্বাচন হয়নি। তাই আমরা চাই নির্বাচনটি হোক সঠিক ও সুন্দরভাবে।

সুলতানা জামান

মানিকনগর, ঢাকা

আমরা চাই, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয় এবং ডাকসু তারই ধারাবাহিকতায় নির্বাচন সুন্দর ও সার্থক হবে।

শিশির

পিলখানা, ঢাকা

ডাকসু নির্বাচন হওয়া দরকার, তা নিয়ে কারো আপত্তি নেই। প্রশ্ন আসছে স্বাভাবিক পরিবেশ নিয়ে। ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল বড় ছাত্র সংগঠন। ছাত্রদল ক্যাম্পাস বা হলে যেতে পারে না। তার মানে সহাবস্থান নিয়ে বড় রকমের প্রশ্ন আছে। ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য সব ছাত্র সংগঠনও তা বলছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে ভিন্ন কথা–‘সহাবস্থান বিরাজ করছে’। এমন ‘সহাবস্থানে’ ডাকসু নির্বাচন তার ঐতিহ্য অনুযায়ী করা যাবে কি না, ভেবে দেখা দরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের বলে আমি মনে করি।

মেনহাজুল ইসলাম তারেক

মুন্সিপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

গত প্রায় তিন দশক ধরে যেহেতু নির্বাচন হয়নি, এখন আবার কোনো দল যদি বলে নির্বাচন দরকার নেই, তা হলে তো সেই পুরনো জায়গাতেই চলে গেলাম আমরা। কখনও সরকার, কখনও যারা হেরে যাবে ভাবে তারা, কখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই নির্বাচন বন্ধ করতে চায়। এবার যেন ডাকসু নির্বাচনটি বলি না হয় এমনটাই প্রত্যাশা করি।

মোছা. বিলকিছ আক্তার

সরকারি ম্যাটস, টাঙ্গাইল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ মার্চ। আমরা চাই প্রত্যাশিত ডাকসু নির্বাচন হোক সুষ্ঠু, অবাধ নিরপেক্ষ ও প্রাণবন্ত।

সালমা আফরোজ

নিবেদিতা মহিলা হোস্টেল, ফার্মগেট, ঢাকা

দীর্ঘ প্রত্যাশার পর অবশেষে এবার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। আমরা চাই, রাজনীতির বলয়মুক্ত থাকুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মো. রবিউল হোসেন রবি

সাবেক ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি মনে করি ডাকসু নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু এ সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক হবে না। নির্বাচন নামে হবে প্রহসন।

ফওজিয়া মুন্নী

ডিওএইচএস, মিরপুর-১২, ঢাকা

ডাকসু ভাষা আন্দোলনের রফিক, শফিক, বরকত, জব্বারকে প্রাণ দিতে হয়েছিল স্বৈরাচার আন্দোলনের মুক্তিযুদ্ধে ডাকসুর ভূমিকা ছিল। শুধু ডাকসু নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) দুই যুগ অতিবাহিত হচ্ছে, এখানেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়া উচিত। ছাত্র রাজনৈতিক চর্চা অব্যাহত থাকুক ছাত্র সংসদের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

ফারুক আহমেদ

মাঘমারা, রাজশাহী

ডাকসু নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এই নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু, স্বচ্ছভাবে হওয়া দরকার। দেশের রাজনীতির মূল ধারাকে বজায় রেখে নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

ফারুক আলম

মালিবাগ, ঢাকা

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল ডাকসুর। সুতরাং এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু করে পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেহেতু এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়নে সজাগ থাকবে।

এস কে মো. রমিজ উদ্দিন

সাবেক এ জি এম , অর্থনীতি বিভাগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের মনে রাখতে হবে ছাত্র রাজনীতি গণতন্ত্রের বাহন। তাই এই ডাকসু নির্বাচন যেন কোনোভাবেই কলঙ্কৃত না হয়।

মো. আব্দুর রাজ্জাক (নাছিম)

চান্দাইকোনা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল ছাত্র সংগঠনকে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে অংশ নিয়ে ডাকসুর ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখবে। তবে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সকল ছাত্র সমাজকে সহযোগিতা করতে হবে।

মারুফুজ্জামান মারুফ

খিলগাঁও, ঢাকা

আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সকল আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই ডাকসু। সুতরাং ডাকসু নির্বাচন সফল ও স্বার্থক হোক।

মো. মেজবাহ উদ্দিন সেলিম

পূর্ব শেওড়াপাড়া, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা

শুধু ডাকসুর নির্বাচন হলে হবে না, সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন যেন যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় সে ব্যাপারেও ভাবতে হবে এই সরকারকেই।

ডা. মো. জামিল রহমান

গোপালপুর, টাঙ্গাইল

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বহু বাক বিতণ্ডার পর মার্চ মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য ডাকসুর প্রাক্তন ভিপিদের মধ্যে কেউ কেউ নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে আমাদের মনে হয় ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে যেমন সর্বজাতীয় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি ডাকসু নির্বাচনেও তারা ঐক্যবদ্ধভাবে যাতে সকল প্রকার অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং পেশীশক্তিকে মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

মাখরাজ খান

সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

ডাকসুর এবারের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সঠিক নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থার নিবেচনায়।

মো. রশিদ জোবায়ের খান মজলিস

৩৫/১, ধানমন্ডি, সড়ক-৪, ঢাকা

দীর্ঘ দিনের পর ডাকসু নির্বাচনের অনুষ্ঠানের জন্য তোড়জোড় লেগেছে। সে জন্য বাংলাদেশের সকল ছাত্র সংগঠনেরগুলোর মধ্যে আনন্দের বাতাস বইছে। তবে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

মো. হানিফ মিয়া

মনেশ্বর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকাধ

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

|